Aslaf Academy

লেকচার ১৮ : তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল – জামি।

লেকচার ১৮ : তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

তৃতীয় হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

এ বছর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। দাসুর ইবনে হারেস মোহারিবি নামক এক ব্যক্তি ৪৫০ জন সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করতে আসে। এ খবর শুনে নবীজি তাদের প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে এলে তারা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আশ্রয় নেয়। শত্রু পলায়ন করেছে ভেবে রাসূল নিশ্চিন্ত মনে ময়দানে ঘুমিয়ে ছিলেন। দাসুর দূর থেকে এ দৃশ্য লক্ষ করে নবীজির মাথার সামনে এসে তরবারি নিয়ে দাঁড়ায় এবং চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? নবীজি দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেন,'আল্লাহ'। নবীজির এই উত্তর দাসুরের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে। এবার রাসূল তরবারি হাতে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে সে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই অবস্থা রাসূলের মনে মায়া জাগায়। তিনি দাসুরকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দাসুরকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিলো যে, দাসুর একাই শুধু ঈমান আনলেন না। তার পুরো গোত্রে তিনি ইসলামের প্রচারক হয়ে যান। যদিও এই রণপ্রস্তুতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি, তবু এটি গাজওয়া হিসেবে বিবেচিত; এই গাজওয়ার নাম গাতফান। [1]

উহুদের যুদ্ধ -

বদরের পরাজয় কাফেররা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তাই আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে তারা মদিনায় আক্রমণ করতে চাইলো। এবং ৩০০০ সৈন্যের এক বিশাল বহরকে অস্ত্র ও বাহনে সজ্জিত করে মদিনার দিকে রওয়ানা হয়। নবীজি এবং বিজ্ঞ সাহাবীরা পরামর্শে মদিনার ভেতরে থেকেই প্রতিহত করার ইচ্ছা করলেও যুবক সাহাবিরা মদিনার বাইরে গিয়ে লড়াইয়ের জন্য নবীজিকে আবেদন করতে থাকলে নবীজি মেনে নেন। এবং ১ হাজার সাহাবিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে ৩০০ মুনাফিক ফিরে আসলে মুসলিম বাহিনীর

[1] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৭৮-৭৯

সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০০! উহুদ প্রান্তরে কাফেরদের মুখোমুখি হয় মুসলমানরা। সর্বশ্রেষ্ঠ কমান্ডার নবীজি এই সল্প সংখ্যক সাহাবীকেও এত চমৎকার বিন্যাসে সাজান যে, পূর্ণ বিজয় মুসলিমদেরই হওয়ার ছিল। নবীজি উহুদ পাহাড়ের চূড়ায় ৭০ জন সাহাবীর রিজার্ভ ফোর্স রেখেছিলেন। এবং তাদেরকে বিজয় সুনিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষদিকে তারা বিজয় নিজেদের পাল্লায় দেখেই পাহাড় থেকে ময়দানে চলে আসেন। এদিকে পলায়নপর কাফেররা সুযোগ পেয়ে পাহাড়ের দিকে পুনরায় আক্রমণ করলে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়। এবং যুদ্ধক্ষেত্র বিভীষিকায় রূপ নেয়। অসংখ্য সাহাবী শহিদ হন। কাফেররা নবীজিকে শহিদ করার জন্য প্রাণপন আক্রমন চালায়। নবীজির দাঁত শহিদ হয় এবং তিনি ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। ফলে কিছুটা অমিমাংসিত অবস্থায়ই শেষ হয় উহুদের যুদ্ধ। পরবর্তীতে নবীজি ক্ষত-বিক্ষত সাহাবীদের নিয়ে কাফেরদের ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়। তাই উহুদে কারো পুরোপুরি বিজয়ী হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা মুশকিল। যুদ্ধে হতাহত ও আক্রান্ত হওয়ার বিচারে মুসলিমরা সাময়িক পরাজিত হয়েছেন বলা যায়। আবার শেষ পর্যন্ত আরবের যুদ্ধ-রীতি না মানার কারণে কাফেরদেরকে বিজয়ীও বলা যায় না। তাই আমরা উহুদ যুদ্ধকে অমিমাংসিত বলতে পারি। বিজ্ঞ গবেষকরা এটাই বলে থাকেন।[2]

চতুর্থ হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

নানাভাবে নবীজিকে ভারাক্রান্ত করার পাঁয়তারা কুরাইশরা করেই যাচ্ছিল। আরবের প্রায় প্রতিটি গোত্রকে তারা নবীজির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো। সেই সূত্রে উহুদে এবং তৎপরবর্তী সময়েও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গোত্র মদিনার উপর বা মদিনার মুসলিম কাফেলার কোনো না কোনোভাবে ক্ষতি করার সুযোগে থাকতো। সেই ধারাবাহিকতায় এই বছর দু'টি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটে। ইসলামের ইতিহাসে যা সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা। সিরাতে এই দু'টি ঘটনা রাযি ও বিরে মাউনার যুদ্ধ বলে পরিচিত।

[2] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ:২২৯-২৪০/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ২৫৮– ২৭৭

রাযির যুদ্ধ -

আযাল এবং কারাহ নামের প্রসিদ্ধ দুটি গোত্রের লোকেরা নবীজির কাছে আসে। এবং তাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য কয়েকজন সাহাবিকে দিতে বলে। নবীজি ১০ জন সাহাবিকে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। আসেম বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দলপতি করেন। তারা রাযি নামক ঝরনার নিকটে পৌঁছালে আযাল এবং কারাহর লোকেরা বনু লাহয়ানকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়। সাহাবিরা দ্রুত পাহাড়ে আশ্রয় নেন। কাফেররা তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে বলে নেমে আসতে বলে। কিন্তু দলপতি সাহাবী তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে সম্বলহীন সাহাবায়ে কেরাম তাদের অবিরত তীর বর্ষণে সকলেই শহিদ হয়ে যান। বেঁচে থাকেন শুধু খুবাইব এবং যায়দ ইবনে দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তারা বন্দি হন এবং তাঁদেরকে মক্কায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাঁরা বদর যুদ্ধে শীর্ষ পর্যায়ের কুরাইশদের হত্যা করেছিলেন বিধায় তাঁদেরকেও মর্মান্তিকভাবে শহিদ করা হয়। এই ঘটনা রাযির যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত।[3]

বিরে মাউনার যুদ্ধ -

নাজদ এলাকার আবু বারা আমের নবীজির কাছে এসে বলে যে, আপনি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কিছু সাহাবিকে নাজদবাসীর নিকট প্রেরণ করেন, তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে বলে আশা করি। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নাজদবাসীদের থেকে আমি বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করছি!' আবু বারা বললো, 'তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন।' নবীজি তার এ কথায় আশ্বস্ত হয়ে ৭০ জন সাহাবিকে তার সঙ্গে প্রেরণ করেন। মুনযির বিন আমেরকে দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ সাহাবিদের সবাই ছিলেন বিজ্ঞ কারী।

তাঁরা মাউনার কূপের নিকট গিয়ে শিবির স্থাপনের পর সাহাবিগণ হযরত হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহর পত্রসহ গোত্রপতি আমের বিন তোফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু হতভাগা পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা, বরং তার ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি দূত সাহাবীকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। ফলে তিনি শহিদ হন। এরপর সে তার গোত্র বনু আমেরকে সাহাবাদের

[3] হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ২৮০– ২৮২

উপর আক্রমণ করতে বলে। তারা তার ডাকে সাড়া না দিলেও বুন সুলাইমের তিনটি গোত্র উমাউয়া, রি'ল এবং যাকওয়ান— তার ডাকে সাড়া দেয়। ফলে হযরত কাব ইবনে যায়েদ ছাড়া সাহাবাদের সকলেই শাহাদত বরণ করলেন। তখন সে অঞ্চলে আমর বিন উমাইয়া যামরি নামে এক সাহাবি ছিলেন। তিনি এই সংবাদ জানতে পেরে বেদনাদায়ক এই ঘটনার খবর নিয়ে মদিনায় পৌঁছান। ৭০ জন বিজ্ঞ কারী সাহাবির এ হৃদয়বিদারক শাহাদাতে নবীজি এতই ব্যথিত হয়েছিলেন যে, এক মাস যাবৎ তিনি তাদের জন্য বদ দুআ করতে থাকেন![4]

মদিনায় অবাঞ্ছিত বনু নাযির -

আমর বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরে মাউনার ঘটনার সংবাদ নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে বনু কিলাবের দুই ব্যক্তিকে এই ভেবে হত্যা করেন যে, এরা বিরে মাউনার বিশ্বাসঘাতকদের দলছুট সদস্য। কিন্তু আসলে তারা ইহুদি ছিলো। এ খবর শুনে নবীজি বলেন, ইহুদিদের রক্তপণ দেওয়া অপরিহার্য।

তিনি ইহুদিদের এলাকায় রক্তপণের ব্যাপারে সুরাহা করতে গেলে ইহুদিরা নবীজিকে হত্যার পরিকল্পনা আঁটে। কিন্তু নবীজিকে সেই সংবাদ ওহি মারফত জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং মদিনায় ফিরে বনু নাযিরকে এই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অবিলম্বে মদিনা ছাড়ার নির্দেশ দেন।

বনু নাযির এই নির্দেশ অমান্য করলে নবীজি তাদেরকে দুর্গে অবরোধ করেন। ১৫ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর বনু নাযির অস্ত্র সমর্পণ করে। নবীজি তাদেরকে অস্ত্রহীনভাবে মদিনা ছাড়ার নির্দেশ দেন। তবে, শুধু উট বোঝাই করে যে মালপত্র নেওয়া সম্ভব, তা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের বাকি সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়।[5]

---

[4] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ২৪৩-২৪৪/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ২৮৩– ২৮৫

[5] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ২৪৪-২৪৫

শিক্ষণীয় বিষয় -

১. উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম নবিজির আদেশ না মানার কারণে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তা এই উম্মতের জন্য অশনি সংকেত! অর্থাৎ, নবিজির নির্দেশের অমান্য করলে কী ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেদিকে সতর্ক করেছেন।

২. আমর বিন উমাইয়া যে তাহকিক ছাড়া দুজন ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন, এবং এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে রূপ নেয়। এখানেও আমাদের জন্য বড় শিক্ষা হলো, আবেগের বশে বা জোশে কোনোকিছু না করা। কারণ, আমার একটা ভুল পদক্ষেপের কারণে পুরো জাতি বিপদে পড়তে পারে। এই ঘটনায় তো আমরা দেখলাম, নবিজির জীবন হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন আমিন।